প্রথম আলো

তারিখ 07 FEB 2015

পৌনে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

এভাবে আর চলতে পারে না

এক মাসের বেশি সময় ধরে দেশজুড়ে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় মানুষের জানমাল ও জাতীয় অর্থনীতির পাশাপাশি বিরাট ক্ষতি শিক্ষার্থীদেরও। কিন্তু জাতির ভবিষ্যতের জন্য তা কতটা হতাশাব্যঞ্জক, রাজনৈতিক দলগুলো দৃশ্যত তা উপলব্ধি করছে না। বরং বিএনপির নেতৃত্বে আন্দোলনরত বিরোধী জোট যেন বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছে শিক্ষার্থীদেরই। নইলে কেন অবরোধের মধ্যেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারার মতো তারা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাগুলোর জন্য নির্ধারিত দিনের আগের দিন থেকে টানা ৭২ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করল? পৌনে ১৫ লাখ শিক্ষার্থী নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা শুরু করতে পারল না তাদের হরতালের কারণে। এ থেকেই পরিষ্কার যে আন্দোলনরত বিরোধী জোট শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়।

শুধু এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা নয়, ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সব শিক্ষার্থীই, যাদের মোট সংখ্যা পৌনে পাঁচ কোটি। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, যাদের ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের ভাগ্য নিয়েই ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে।

অবরোধ চলাকালীন এক মাসের বেশি সময় ধরে দেশের প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপস্থিতি অস্বাভাবিক রকমের কম। বিশেষত, যেসব শিক্ষার্থীর বাসস্থান থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি, তাদের উপস্থিতি এখন ন্যূনতম। এ কারণটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পথে বেরোলেই যদি পেট্রলবোমা, ককটেল আর আগুনে পুড়েমরার আশঙ্কা থাকে, তাহলে প্রাণ হাতে করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালয়ে যাওয়া বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

এই অবস্থা আর চলতে পারে না। সরকার ও বিরোধী জোট—উভয় পক্ষকে বুঝতে হবে যে এভাবে জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। যত দ্রুত সম্ভব এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে দেশজুড়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, উভয় পক্ষকে তা করতে হবে।

আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।